



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৯ বর্ষ ১ম সংখ্যা

ওয়েবসাইট : <http://www.du.ac.bd> (DU Barta)

১৭ মাঘ ১৪৩১, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে উপাচার্যের নেতৃত্বে ঢাবি প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি প্রতিনিধিদল গত ১১

জানুয়ারি ২০২৫ প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুস-এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা সাক্ষাৎ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক

বিষয় নিয়মিত অবহিতকরণের অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে উপাচার্য এই সাক্ষাৎ করেন। এসময়

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাইফুল হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তাঁরা দেশের শিক্ষা ও গবেষণার প্রসার, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মহান ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, '২৪-এর ছাত্র আন্দোলনসহ (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনে ঢাবি প্রশাসনের বিভিন্ন জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনের লক্ষ্যে ২ হাজার ৮শ' ৪১ কোটি ৮৬ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'চারটি ছাত্রী হলের বর্ধিত ভবন নির্মাণ প্রকল্প' অনুমোদনের জন্য সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প অনুমোদিত হলে প্রায় ৩ হাজার ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা হবে। এছাড়া, চীন সরকারের

আর্থিক সহযোগিতায় ২৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী হল নির্মাণ প্রকল্পটি' বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন গত ৬ জানুয়ারি ২০২৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে ছাত্রী হল নির্মাণে সহযোগিতার ব্যাপারে তাঁর (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অ্যাপ্লাইড ডেমোক্রেসি ল্যাব' প্রতিষ্ঠা



গণতন্ত্র চর্চা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং মৌলিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো একটি 'অ্যাপ্লাইড ডেমোক্রেসি ল্যাব' (Applied Democracy Lab) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ

আহমদ খান গত ৭ জানুয়ারি ২০২৫ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই ল্যাব উদ্বোধন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের দাতা সংস্থা ইউএসএআইডি এবং ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস (আইএফইএস)-এর সহযোগিতায় এই ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার বিশেষ বক্তৃতা

প্লাস্টিক ও পলিথিনের উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার বন্ধের উপর গুরুত্বারোপ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ-এর উদ্যোগে 'Analysis of Environmental Sustainable Development and Management in China and Bangladesh' শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা গত ৬ জানুয়ারি ২০২৫ অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভাটুয়াল

ক্লাস রুমে অনুষ্ঠিত হয়। চীনের টংজি বিশ্ববিদ্যালয়ের (Tongji University) অধ্যাপক ড. লি ফেংটিং (Prof. Dr. Li Fengting) এই বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজের অধ্যক্ষগণের সঙ্গে ঢাবি উপাচার্যের জরুরি সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজ বিষয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় ইতোমধ্যে আন্তরিকভাবে দৃষ্ট প্রকাশ করেছে এবং ধৈর্যধারণ, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের

প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। গত ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ দুপুর ১২:৩০টায় অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজের অধ্যক্ষগণের সঙ্গে উপাচার্যের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সার্বিক বিষয়ে আলোচনা (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশে দেশ সেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ২০২৪ বই, সংক্ষিপ্ত সমীক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের গবেষণা সালে বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশের নথি স্থান পেয়েছে। তবে ২০২৪ সালে কোন সংখ্যায় শীর্ষে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'স্কোপাস ডাটাবেজ'-এর বিভিন্ন উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সম্প্রতি এ তথ্য প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের

পেটেন্ট নিবন্ধিত হয়নি। এছাড়া, গত বছর টেক্সটাইল গবেষণায় প্রথম প্রকাশনা দেখা গেছে। বাংলাদেশি গবেষকদের প্রবন্ধ প্রকাশ করা শীর্ষ

গবেষণা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী ম্যাগাজিন 'সায়েন্টিফিক বাংলাদেশ'। ২০২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেড় হাজার বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। আগের বছর এ সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৪১০টি। ২০২৪ সালে বাংলাদেশি গবেষকদের প্রকাশনার প্রধান বিষয় ছিল প্রকৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পরিবেশ ও সমাজবিজ্ঞান। প্রতিবেদনটিতে প্রবন্ধের পাশাপাশি কনফারেন্স পেপার, রিভিউ, বইয়ের অধ্যায়, চিঠি, ভুল সংশোধনী, নোট, সম্পাদকীয়, ডেটা পেপার,

জার্নালগুলো হলো- হেলিয়ন, প্লস ওয়ান, সায়েন্টিফিক রিপোর্টস, আইইইই অ্যাকসেস, হেলথ সায়েন্স রিপোর্টস, সাসটেইনেবিলিটি সুইজারল্যান্ড, আরএসসি অ্যাডভান্সেস, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যাড পলিটেশন রিসার্চ। উল্লেখ্য, ২০১২ সাল থেকে স্কোপাস ডাটাবেজের সহায়তায় বাংলাদেশের গবেষণা পরিস্থিতির তালিকা প্রকাশ করে আসছে 'সায়েন্টিফিক বাংলাদেশ'। প্রতিবছর জানুয়ারিতে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়।

ঢাবি ছাত্রীদের বিশেষ আপদকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে

হলে আবাসিক সিট পাওয়ার সকল শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসকল ছাত্রীকে আসন বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হচ্ছেনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে তাদের বিশেষ আপদকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান

করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ন্যায্যতা ও চাহিদার ভিত্তিতে আবেদনকারী ছাত্রীদের মধ্য থেকে (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায় শহিদ মুক্তি ও ফাইয়াজ এর ব্যবহৃত জিনিসপত্র হস্তান্তর



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা' সরঞ্জামের জন্য শহিদ মীর মাহফুজুর রহমান মুক্তি এবং শহিদ মোহাম্মদ ফারহানুল ইসলাম ভূঁইয়ার (ফারহান ফাইয়াজ)-এর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। শহিদ ফারহান ফাইয়াজের পিতা আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া এবং

শহিদ মুক্তির যমজ ভাই মীর মাহবুবুর রহমান স্লিঙ্ক এসব জিনিসপত্র গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের কাছে হস্তান্তর করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সাইফুল হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে ঢাবির সঙ্গে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং বিড ফাউন্ডেশন যৌথভাবে কাজ করবে

শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি সংস্থা বিড ফাউন্ডেশন (BIID Foundation) যৌথ সহযোগিতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে। গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ উপাচার্য লাউঞ্জে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকসুদ জাহেদীর এক

বৈঠকে এব্যাপারে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, আরবরি কালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এবং বিড ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শহীদ উদ্দিন আকবরসহ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে শিগগিরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 'তারুণ্যের উৎসব' এবং (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জাপানিজ কালচারাল ডে' উদ্‌যাপন



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাপানিজ ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার বিভাগ এবং ঢাকাস্থ জাপান দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে গত ১৩ জানুয়ারি ২০২৫ 'জাপানিজ কালচারাল ডে' উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, জাপানের ঐতিহ্যবাহী

পোশাক, গাছ ও ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন। আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

লোদার ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে শিক্ষা বৃত্তি ও গবেষণা সম্মাননা প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লোদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃত্তি ও গবেষণা সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। গত ২০ জানুয়ারি ২০২৫ ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক প্রদান করেন। ইনস্টিটিউটের অ্যালামনাইদের অর্থায়নে এই

শিক্ষাবৃত্তি ও গবেষণা সম্মাননা প্রদান করা হয়। লোদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ ও ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মুভালিব বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অ্যালামনাইদের পক্ষে তারিকুল ইসলাম খান বক্তব্য দেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত

(১ম পৃষ্ঠার পর) ফারহান ফাইয়াজের পিতা আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া এবং শহিদ আবু সাঈদের ভাই মো. আবু হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে

জুলাই ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থানের স্মৃতি

(১ম পৃষ্ঠার পর) অক্যাম্পাসের এই দেয়াললিখন ও গ্রাফিতিগুলো নষ্ট হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখ্য, জুলাই অভ্যুত্থানের স্মৃতি সংরক্ষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ২০২৪ সালের ১

ঢাবি ছাত্রীদের বিশেষ আপদকালীন

(১ম পৃষ্ঠার পর) নির্বাচিতদের প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা হারে এই সহায়তা প্রদান করা হবে। গত ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভাওয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিং-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগের কথা জানানো হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রেস ব্রিফিং-এ আবাসন সংকট নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয় গৃহীত স্বল্প-মেয়াদি, মধ্য-মেয়াদি ও দীর্ঘ-মেয়াদি বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও পদক্ষেপ তুলে ধরেন।

প্রেস ব্রিফিং-এ প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ ও প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুনসহ বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন ছাত্রী হলে প্রায় ৫শ’ বাক্স বেড স্থাপন করে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বচ্ছ পদ্ধতি ও সুষ্টু প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো ১ম বর্ষ আভারগ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ছাত্রীদের

প্লাস্টিক ও পলিথিনের উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার বন্ধের উপর গুরুত্বারোপ

(১ম পৃষ্ঠার পর) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান প্রধান অতিথি এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের র‍াষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন (Mr. Yao Wen) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্ফোর্স অফিসের পরিচালক অধ্যাপক ড. সামসাদ মর্ত্তজা অনুষ্ঠান সম্বলন করেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, নদী ব্যবস্থাপনা, বায়ু দূষণরোধসহ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ চীনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে চায়। এক্ষেত্রে আমরা চীনের অিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাই। বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে এসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণে মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে। প্লাস্টিক ও পলিথিনের উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার বন্ধে

২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য সভায় জোর সুপারিশ করা হয়।

৪) ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের দাবি অনুযায়ী আসন সংখ্যা ও ভর্তি ফি নির্ধারণসহ যাবতীয় বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৫) যেসব শিক্ষার্থী বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দায়িত্বশীল থাকবে, যাতে তাদের শিক্ষাজীবন কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখার জন্য সভা সকলকে ঐক্যবদ্ধ ও নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায় শহিদ মুন্স ও ফাইয়াজ

(১ম পৃষ্ঠার পর) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহবায়ক ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, গণঅভ্যুত্থানে শহিদ ও আহতদের স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালা’ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, জুলাই অভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে একাডেমিক গবেষণা, আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনার আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। হতাহতদের কিছু আর্থিক সহযোগিতা প্রদানেরও চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হামলাকারীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনতে ইতোমধ্যেই একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও অভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারীদের সম্মান জানাতে তাঁদের পরিবারকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায় শহিদদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র সংরক্ষণের মাধ্যমে শহিদ পরিবারদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক সৃষ্টি হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর) ‘আন্তর্জাতিক নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড’ আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মশালা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্কিল কম্পিটিশন, আর্থিক অনুদান, বৃত্তি প্রদান, বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, যুব উদ্যোক্তা সমাবেশ, জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে চিত্র প্রদর্শনী, দূর্নীতি বিরোধী কার্টুন প্রদর্শনী, স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পেইনসহ বিভিন্ন আয়োজন থাকবে এই উৎসবে। এছাড়া, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং বিড ফাউন্ডেশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান গ্রীন ক্যাম্পাস, ক্রিন ক্যাম্পাস কর্মসূচিতে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং বিড ফাউন্ডেশনের যৌথ সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রদান, ক্যাম্পাসে পরিবেশ সহায়ক ডাস্টবিন স্থাপন, ড্রাম্যাগণ গণশৌচাগার স্থাপন, জনসেতেনতামূলক সেমিনার এবং কর্মশালাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনের বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

উপাচার্যকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর) ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছার কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জাপান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মি. কমিন কেন (Mr. Komine Ken) সম্মানিত অতিথি এবং ইকিবানা (IKEBANA) ইন্টারন্যাশনাল ঢাকা চ্যান্সেলরের প্রেসিডেন্ট মিজ কাজোয়ু হসুমি জোহা (Ms. Kazuyo Hosomi Zoha) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কালচারাল ডে উদযাপন কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনহারুল আলম স্বাগত বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সম্বলন করেন প্রভাষক আনিকা বেগম।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ জাপানের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, এ ধরনের আয়োজনের মাধ্যমে আমরা জাপানের সংস্কৃতি সম্পর্কে তরুণ শিক্ষার্থীদের ধারণা দিতে পারি। জাপান এবং বাংলাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক দল বিনিময় ও সাংস্কৃতিক আয়োজনের মাধ্যমে দু’দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর) উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজনের বিষয়ে পরামর্শদানের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশাকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর আগে, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি প্রণয়ন/সংশোধনের জন্য প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদকে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইতিমধ্যে প্রথম সভা সমাপ্ত করেছে। এছাড়া, ডাকসু ও হল সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন/পরিমার্জন করার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হককে আহ্বায়ক করে পৃথক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং সকল শিক্ষার্থীর কাছ থেকে সংশোধন প্রস্তাবনা চাওয়া হয়েছে এবং বেশকিছু প্রস্তাবনা পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ সমন্বয় করার কাজ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ন্যায় বিচারের স্বার্থে মেধাবী শিক্ষার্থী আবু বকর হতায় অভিযুক্তদের বিষয়ে উচ্চআদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাবি কর্তৃপক্ষ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র মো.আবু বকর সিদ্দিকের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্ত ছাত্রদের বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চআদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ন্যায্যতা ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে স্যার এ এফ রহমান হলে একটি ছাত্র সংগঠনের বিবাদমান দু’গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এসময় নিজ কক্ষে অবস্থানকালে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তৎকালীন তৃতীয় বর্ষের মেধাবী ছাত্র মো. আবু বকর সিদ্দিক মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে হাসপাতালে চিকিৎসকধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। এই সংঘর্ষের ঘটনায় জড়িত

থাকার অভিযোগে ২০১০ সালের ২ মার্চ অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় ১০ জন ছাত্রকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃত ছাত্রদের মধ্য থেকে দু’জন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বহিষ্কারাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ডিভিশনে পৃথক পৃথক রিট দায়ের করেন। এপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট ডিভিশন ২০১২ সালে বহিষ্কারাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে বাদীদের পক্ষে রায় প্রদান করেন। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চআদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে, উচ্চআদালতে আপিল করার মাধ্যমে মেধাবী ছাত্র আবু বকর সিদ্দিক হত্যার বিষয়ে ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ সুগম হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘অ্যাপ্লাইড ডেমোক্রেসি ল্যাব’

(১ম পৃষ্ঠার পর) উল্লেখ্য, ‘অ্যাপ্লাইড ডেমোক্রেসি ল্যাব’ (Applied Democracy Lab) এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণার সুযোগ পাবে। এই ল্যাবে গবেষণার মাধ্যমে পঠন-পাঠন পদ্ধতি, মানবাধিকার, সংকট ব্যবস্থাপনা, শান্তি ও সম্প্রীতি, গণতন্ত্র চর্চাসহ বিভিন্ন প্রায়োগিক বিষয়েও শিক্ষার্থীরা দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। যা ভবিষ্যতের নেতৃত্ব তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতেও এই ল্যাব কার্যকর অবদান রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মিসেস রাশেদা

ইরশাদ নাসির, ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস (আইএফইএস) বাংলাদেশের কাক্তি ডিরেক্টর ড. টনিয়িল বেদিয়া টাইশি ও ইউএসএআইডি বাংলাদেশ-এর মিশন ডিরেক্টর রিড অ্যাশলিম্যান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ‘অ্যাপ্লাইড ডেমোক্রেসি ল্যাব’ (Applied Democracy Lab) এর পরিচালক ও র‍াষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আইনুল ইসলাম অনুষ্ঠান সম্বলন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, গণতন্ত্র শুধুমাত্র পড়াশোনার বিষয় নয়, এটি একটি চর্চার বিষয়। বাংলাদেশের এই ক্রান্তিকালে তরুণরাই গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে পারে এবং সংস্কারে সহায়তা করতে পারে।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে উপাচার্যের নেতৃত্বে ঢাবি প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

(১ম পৃষ্ঠার পর) বাংলাদেশের নবজাগরণের ইতিহাসে অনন্য অবদান রাখায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ মর্যাদা (Special Status) প্রদানের বিষয়ে আলোচনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট নিরসনে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কয়েকটি ছাত্রী ও ছাত্র হল নির্মাণ, প্রথম বর্ষ আভারগ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের সকল অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তির আওতায় আনতে ‘বিশেষ এন্ডঅমেন্ট ফান্ড’ গঠন এবং শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রের আধুনিকায়নের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি, শিক্ষা ও

ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনে ঢাবি প্রশাসনের

(১ম পৃষ্ঠার পর) অঙ্গীকার পূনর্ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২ হাজার ৮শ’ ৪১ কোটি ৮৬ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রস্তাবিত ৪টি ছাত্রী হলের বর্ধিত ভবন নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই প্রকল্পে শাহনেওয়াজ হোস্টেল ভেঙ্গে ১৫-তলা বিশিষ্ট একটি ছাত্রী হল নির্মাণ, ১০-তলা ও ৬-তলা বিশিষ্ট শামসুন নাহার হলের দু’টি সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণ, লোদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান স্টাফ কোয়ার্টার বি এবং ডি ভবন ভেঙ্গে ১১-তলা ও ৮-তলা বিশিষ্ট দু’টি ভবনের সমন্বয়ে একটি ছাত্রী হল নির্মাণ এবং ১০-তলা বিশিষ্ট কুয়েত মৈত্রী হলের সম্প্রসারণ ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও বিশেষ বরাদ্দের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন ছাত্রী হলে প্রায় ৫শ’ বাক্স বেড স্থাপন করে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু ছাত্রীর আবাসনের ব্যবস্থা

আসবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ছাত্রীদের আবাসন সংকট নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গৃহীত সাম্প্রতিক বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

রোকিয়া হলে আবাসিক হওয়ার জন্য ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ১মবর্ষ আভারগ্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ৯শ’ জন ছাত্রী আবেদন করেন। এর মধ্যে সর্বমোট ৫শ’ ৭০জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়। ১ম কলে ৩শ’ ৫০জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়। ২য় কলে ২শ’ ২০জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়।

শামসুন নাহার হলে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে সংযুক্ত ৬১২জন ছাত্রীর মধ্যে ১ম কলে ২৩ জন এবং বিশেষ বিবেচনায় (প্রয়োজনের ভিত্তিতে) ৩৬ জনসহ সর্বমোট ৫৯ জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়। ইতিমধ্যে ২য় কল দেয়া হয়েছে, যেখানে অপেক্ষমান আরো ১০০ জন ছাত্রীকে সিট দেয়ার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এর মধ্যে ৩১ জন কে ১ সপ্তাহের মধ্যে সিট দেয়া হবে। এছাড়া, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ২০২২-২০২৩ সেশনসহ অন্যান্য সেশনের সর্বমোট ১৪২ জনকে সিট প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হলে সিটের জন্য আবেদনকারী ২৯৩ জন ছাত্রীর মধ্যে ১৯৪ জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সিট প্রাপ্তির জন্য সাক্ষাৎকারে অনুপস্থিত ছিল ৪১জন। ২০১৮-২০১৯ সেশনের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আরও ৫৮ জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হবে। কবি সুফিয়া কামাল হলে ২০২৩-২০২৪ সেশনে সকল শিক্ষাবর্ষের মোট ৯৫২ জন ছাত্রী সিট বরাদ্দের জন্য আবেদন করে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৯১ জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে আরও ১৫ জন কে সিট দেয়ার প্রক্রিয়া চলমান আছে। ২০১৮-২০১৯ সেশন এর সিট খালি হওয়া সাপেক্ষে পর্যা্যক্রমে সিট দেয়ার প্রক্রিয়া চলমান থাকবে।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে সিট বরাদ্দের জন্য আবেদনকারী ২০৫ জন ছাত্রীর মধ্যে সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিল ১৯৫জন। এর মধ্যে ১৩৫ জনকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। চলতি মাসে বরাদ্দ দেয়া হবে আরও ২০ জনকে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সিটের জন্য আবেদনকারী ২০৫ জনের মধ্যে ১৬৪ জন ছাত্রীকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রীদের মাস্টার্স শেষ হলে আরো সিট খালি হবে এবং সেগুলো বরাদ্দ দেয়া হবে।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল



যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জেমস জে. শাওয়ার-এর নেতৃত্বে ৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১২ জানুয়ারি ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন সেইন্ট লুইস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বেনজামিন দে ফয়, কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক জিলিয়াম বামগাটনার ও মার্খা লি এবং ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের ইকোনমিক অফিসার অ্যামি ক্যাস। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বায়ুর

মান, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক সমতা, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়ে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে আলোচনা করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভিজিটিং প্রফেসর বিনিময়ের বিষয়েও আলোচনা করা হয়। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের ভিজিটিং প্রফেসরদের পরিচালনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন ক্লাস আয়োজনের বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে জুলাই গণঅভ্যুত্থান বিষয়ক একাডেমিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজনে মার্কিন প্রতিনিধি দলের সহযোগিতা কামনা করেন।

তুরস্কের প্রতিনিধিদল



তুরস্কের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা মি. সালাহউদ্দিন সাঈদী'র নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন ইস্তাম্বুল ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড কালচার (আইএফএসসি)-এর প্রতিনিধি মি. দাউদ সিসিওগলু এবং অধ্যাপক ড. রবিউল ইসলাম রবি। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং বিশ্ব ধর্ম ও

সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহা. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তাঁরা তুরস্কের আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্স পুনর্নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা করেন। এসময়, প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টার সহযোগিতা কামনা করেন। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা এক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ফুলব্রাইট বিশেষজ্ঞ



যুক্তরাষ্ট্রের ফুলব্রাইট বিশেষজ্ঞ ড. আলবার্ট জেমস আর্নল্ড জুনিয়র গত ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীসহ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে 'Maximizing

Accreditation Scope and Ranking Potential' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ফুলব্রাইট বিশেষজ্ঞ এই প্রকল্পের অধীনে আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং, আত্ম-মূল্যায়ন ও গবেষণা ডকুমেন্টেশনসহ বিভিন্ন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং গবেষকদের নির্দেশনা প্রদান করবেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

জুলাই অভ্যুত্থানে বিজয় একাত্তর হল

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) অনুষ্ঠান সম্বলন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, নতুন বাংলাদেশ অর্জনে আমাদের শিক্ষার্থীদের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। শিক্ষার্থীসহ অনেক মানুষের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। এখান থেকে পেছনে ফেরার সুযোগ নেই। ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের ঋণ আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে। তাঁদের অবদান ও স্মারক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষণের জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইতোমধ্যে এবিষয়ে একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শিক্ষার্থীদের স্বেচ্ছাশ্রম ও আন্তরিকতা এবং সকলের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে জুলাই অভ্যুত্থানে হলের আহত ৫৮জন শিক্ষার্থীর মাঝে চিকিৎসা প্রণোদনা বিতরণ করা হয়। আলোচনা সভার পূর্বে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গ্রাহিতি প্রদর্শনী ও মেডিকেল সেবা ক্যাম্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

শিল্পী মিজানুর রহিম এবং শিল্পী ড. রফিকুল আলমকে

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তাঁর শিল্পকর্মের মাঝে আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস খুঁজে পাই। জাতি হিসেবে আমরা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি উল্লেখ করে তিনি বলেন, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে আমাদের মধ্যে একা ধরে রাখা খুবই জরুরি। সকলের মধ্যে একা গড়ে তুলতে জয়নুল উৎসবের মতো আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলার পথিকৃৎ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১১০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ ৩-দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য এই উৎসব আয়োজন করে। গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ শুক্রবার উৎসবের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। গতকাল ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ উৎসবের দ্বিতীয় দিনে স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সাত্তার। আজ ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার, বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠী ও শ্রেণি-পেশার মানুষ শিল্পাচার্যের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। বিকেল সাড়ে ৩টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হয় উৎসব। এতে অনুষদের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও ফ্যাশন শো পরিবেশন করেন। উৎসব উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের হস্তশিল্পী এবং অনুষদের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিল্পকর্ম নিয়ে আয়োজন করা হয় লোকশিল্প মেলা। এছাড়া, অনুষদের শিক্ষকবৃন্দের নির্বাচিত শিল্পকর্ম নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

চাবির ৩৬ শিক্ষার্থীর 'জগন্নাথ হল মেরিট

(১ম পৃষ্ঠার পর) ফ বিভাগের সুমিত বিশ্বাস ও তুষার মিত্র, প্রাচ্যকলা বিভাগের উৎপল কুমার, জয়ন্ত ভৌমিক ও সজীব দত্ত, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের কৌশিক সাহা, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের জ্ঞান শংকরপাল, সংগীত বিভাগের সুতপ শিকদার ও কমল দত্ত, শক্তি ইনস্টিটিউটের পলাশ কৃষ্ণ চৌধুরী ও শৌনক কর্মকার, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের রুদ্র সাওজাল, তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শান্ত চক্রবর্তী, জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগের অনিক বিশ্বাস, ফলিত গণিত বিভাগের অপূর্ব রায় চৌধুরী, রসায়ন বিভাগের আকাশ পণ্ডিত, রোবটিক্স এন্ড মেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের উৎস কুমার রায়, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগের জগন্নাথ বিশ্বাস, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের দেবশীষ দাস ও সুস্ময় দেব বর্মণ, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের প্রসেনজিৎ রায়, ফলিত গণিত বিভাগের ঝাঁখন পোন্দার প্রান্ত ও প্রনব দাস, সংস্কৃত বিভাগের মধু কুমার রায় ও অনিক চন্দ্র বিশ্বাস, অনুজীববিজ্ঞান বিভাগের স্পেনসার মার্ক মন্ডল, প্রিন্টমেকিং বিভাগের জয় চাকমা, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের লিংকন দাস, ভূতত্ত্ব বিভাগের উৎসব বসাক, অঙ্কন ও চিত্রাঙ্কন বিভাগের দেবজ্যোতি বর্ষণ, ফার্মেসী বিভাগের রাজিব দাস, ভাস্কর্য বিভাগের সুপ্রিয় কুমার ঘোষ ও নয়ন দত্ত।

এবিএম মূসা-সেতারা মূসা ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এবিএম মূসা-সেতারা মূসা ট্রাস্ট ফান্ড' শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'এবিএম মূসা-সেতারা মূসা ফাউন্ডেশন'-এর কোষাধ্যক্ষ ব্যারিস্টার মো. আফতাব উদ্দিন ২০ লাখ টাকার একটি চেক গত ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী-এর কাছে হস্তান্তর করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এবিএম মূসার কন্যা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. শারমিন মূসা, মরিয়ম সুলতানা মূসা রুমা, পারভীন সুলতানা মূসা রুমা, বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ সালেকীন) এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ উপস্থিত ছিলেন। এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান একুশে পদকপ্রাপ্ত খ্যাতিয়মান সাংবাদিক এবিএম মূসা ও তাঁর সহধর্মিণী সেতারা মূসার নামে এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতা পরিবারের সদস্যদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, শুধু সরকারের উপর নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য ট্রাস্ট ফান্ড গঠন,

বৃত্তি প্রদানসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করার জন্য তিনি অ্যালামনাই, দাতা সংস্থা ও সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান। এই ট্রাস্ট ফান্ড মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, প্রয়াত সাংবাদিক আবুল বাশার মোহাম্মদ মূসা (এবিএম মূসা) ১৯৩১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের একজন নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। দীর্ঘ ৬০ বছরের বেশি সময় তিনি সাংবাদিকতায় সক্রিয় ছিলেন। তিনি একাধারে একজন সাংবাদিক, সম্পাদক ও কলামিস্ট। বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে তিনি প্রথমসারির বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় সম্পাদক, বার্তা সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার মহাব্যবস্থাপক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২০১৪ সালের ৯ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এবিএম মূসার সহধর্মিণী সেতারা মূসা ১৯৪০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০২৩ সালের ২৪ মার্চ ঢাকার একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৬৭ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা)-এর সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ ডেনমার্ক ন্যাশনাল আইডি সেন্টারের দুই কর্মকর্তার



ডেনমার্ক ন্যাশনাল আইডি সেন্টারের কর্মকর্তা মিস. স্টেফানি মুলথারউস্ট এবং মিস. মেট গ্যালটিং গত ২১ জানুয়ারি ২০২৫ প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ-এর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দীন খান এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং

ডেনমার্কের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা পদ্ধতি এবং সার্টিফিকেট, মার্কশিট এবং ট্রান্সক্রিপ্ট ডকুমেন্টেশন পদ্ধতি বিষয়ে মতবিনিময় করেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে অতিথিদের অবহিত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য তিনি অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

ইতালির ক্যালাব্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট



ইতালির ক্যালাব্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল পলিসিস-এর প্রেসিডেন্ট ড. সালভাতরে লা পর্তা গত ৯ জানুয়ারি ২০২৫ প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ-এর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল পলিসিস-এর আন্তর্জাতিক বিষয়ক পরিচালক ফাবিয়ানা আন্দ্রেয়া বেলিনা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'অ্যাপ্লাইড ডেমোক্রেসি ল্যাব'-এর পরিচালক ও র‍াষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আইনুল ইসলাম বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এবং ইতালির ক্যালাব্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রম চালুর ব্যাপারে আলোচনা করেন। এসময় উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী বিনিময়ের ব্যাপারেও আলোচনা করা হয়। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতালিয়ান ভাষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক ডিপ্লোমা এবং অনার্স প্রোগ্রাম চালু করার বিষয়ে তাঁরা মতবিনিময় করেন। সাক্ষাৎকালে ড. সালভাতরে আন্তর্জাতিক সামার পিস ইউনিভার্সিটি শীর্ষক কনসোর্টিয়ামে যোগদান এবং আগামী অক্টোবরে ক্যালাব্রিয়ায় অনুষ্ঠেয় গ্লোবাল ভিলেজ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আমন্ত্রণ জানান।

১৬২জন শিক্ষার্থীর ‘আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্ট বৃত্তি’ লাভ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবর্ষ আভারগ্যাজুয়েট প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত বিভিন্ন বিভাগের ১৬২ জন মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থী ‘আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্ট বৃত্তি’ লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ৬ জানুয়ারি ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক বিতরণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহমদ, আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের ট্রাস্টি মিসেস মনোয়ারা বেগম এবং নির্বাহী পরিচালক সাজ্জমিন সুলতানা বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসময় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে

সমাজের সংযোগ স্থাপনের বহিঃপ্রকাশ। শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার পাশাপাশি ইভান্টি-একাডেমিয়া সম্পর্ক জোরদারের ক্ষেত্রেও এধরনের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্টের এই বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখার মাধ্যমে আকিজ গ্রুপের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুসম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১ বছরের জন্য মাসিক ৫ হাজার টাকা করে বৃত্তি দেয়া হয়।

কা্যাপশন:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবর্ষ আভারগ্যাজুয়েট প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত বিভিন্ন বিভাগের ১৬২ জন মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থী ‘আকিজ-মনোয়ারা ট্রাস্ট বৃত্তি’ লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ৬ জানুয়ারি ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক বিতরণ করেন।

‘জুলাই অভ্যুত্থানে বিজয় একাত্তর হল: অবদান, স্মৃতিচারণ’ আহতদের মাঝে চিকিৎসা প্রণোদনা বিতরণ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজয় একাত্তর হলের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে ‘জুলাই অভ্যুত্থানে বিজয় একাত্তর হল: অবদান, স্মৃতিচারণ’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠান গত ৪ জানুয়ারি ২০২৫ হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জুলাই অভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে ডকুমেন্টারি প্রদর্শনী, গ্রাফিতি প্রদর্শনী, মেডিকেল সেবা ক্যাম্প আয়োজন এবং অভ্যুত্থানে হলের আহত শিক্ষার্থীদের

মাঝে চিকিৎসা প্রণোদনা বিতরণ করা হয়।

হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. স ম আলী রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং ইম্পেরিয়াল হেলথকেয়ার বিডি লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। হলের শিক্ষার্থী আব্দুল কাদের ও জসীম উদ্দিন অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করেন। মুবাহ্বিরুজ্জামান হাসান *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ঢাবি’র ৩৬ শিক্ষার্থীর ‘জগন্নাথ হল মেরিট অ্যাওয়ার্ড’ লাভ



শিক্ষা ও সহশিক্ষামূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে সন্তোষজনক ফলাফলের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের ৩৬ জন শিক্ষার্থী ‘জগন্নাথ হল মেরিট অ্যাওয়ার্ড’ লাভ করেছেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ১৮ জানুয়ারি ২০২৫ হলের রবীন্দ্র ভবন মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

হল প্রাধ্যক্ষ দেবাশীষ পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং হল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নিবাস চন্দ্র মাঝি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যকলা বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস সাত্তার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান কমিটির আহ্বায়ক ও হলের আবাসিক শিক্ষক মিঠুন কুমার সাহা স্বাগত বক্তব্য দেন। আবাসিক

শিক্ষক ড. অসীম দাস অনুষ্ঠান সম্বালন করেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, হলের আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, জ্ঞান চর্চা, জ্ঞান উৎপাদন ও বিতরণই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ। কঠোর পরিশ্রম ও জ্ঞানচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ শিক্ষার্থীরা এই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। দেশ ও সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা একটি কঠিন সময় অতিক্রম করছি। এসময় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- টেলিভিশন, ফিল্ম এন্ড ফটোগ্রাফি বিভাগের উপেন্দ্র নাথ রায়, গুণ্ডু প্রযুক্তি বিভাগের দিপংকর কুমার শীল, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সঞ্জয় বসাক পার্থ, পদার্থ বিজ্ঞান*(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি পেলেন ঢাবি’র ২০ শিক্ষার্থী

পড়াশোনায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০ জন মেধাবী শিক্ষার্থী ‘অধ্যাপক ড. গোলাম এম মাতব্বর ট্রাস্ট ফান্ড’ বৃত্তি লাভ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ৫ জানুয়ারি ২০২৫ উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

এসময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মিসেস রাশেদা ইরশাদ নাসির, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. গোলাম আজম, ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. রবিউল ইসলাম এবং ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা যুক্তরাষ্ট্রের মনমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক ড. গোলাম এম মাতব্বর উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে অসাধারণ ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের সাফল্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুদানের জন্য তিনি ট্রাস্ট ফান্ডের দাতাকে ধন্যবাদ জানান। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন, আফসানা শিশির আশা, ওবায়ত হোসেন, খান মোহাম্মদ সামসুদ্দোজা, মো. সাজিদুল ইসলাম রিয়াদ, মোছা: সুমাইয়া সারোয়ার, মো. জাকারিয়া আহমেদ জুনায়েদ, মো. মাহবুব আলম খান রাবি, নব কুমার রায়, সাদিয়া ফারহান, রাবেয়া খানম জেরিন, মোছা: সোনিয়া আফরিন, পল্লব মিয়া, সাদিয়া আফরিন এনি, সানজিদা আকতার, মো. রবিন খান, মো. তারেক রহমান, জয়া সেন, জাহিদ হাসান, মোছা. সাবিনা ইয়াসমিন এবং মহসিন মিয়া।

রোকৈয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন বক্তৃতা, স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান

রোকৈয়া দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকৈয়া হল গত ৯ জানুয়ারি ২০২৫ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচির মধ্যে ছিলো র্যালি, বেগম রোকৈয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন বক্তৃতা, স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান প্রভৃতি।

এ উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় রোকৈয়া হল মিলনায়তনে মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন বক্তৃতা, স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

রোকৈয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং বেগম রোকৈয়া পরিবারের সদস্য মাজেদা সাবের বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ‘বেগম রোকৈয়ার স্বপ্ন: নারীর ক্ষমতায়ন ও সমাজের অগ্রগতি’ শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর এবং হলের সাবেক প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জিন্নাতুন নেছা তাহমিদা বেগম। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, রোকৈয়া হলের সাবেক প্রাধ্যক্ষবৃন্দ, অ্যালামনাই, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। হলের আবাসিক শিক্ষক ওয়ার্দা রিহাব এবং তাসমিয়া নওরীন অনুষ্ঠান সম্বালন করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী সুরাইয়া জেবিন পাণিয়ারা এবছর বেগম রোকৈয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। মেধাবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীরা হলেন, মালিক ফারিহা মেহনাজ (আইন), ফারহানা ফয়সাল সততা (ম্যানেজমেন্ট), সাদিয়া নাসরিন সারা (সমুদ্রবিজ্ঞান) এবং সুস্মিতা তালুকদার (ফার্মেসী)। সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীরা হলেন, ফেরদৌস আফরিন (প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান), প্রিয়া কুন্ডু (ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স), শিমু কর (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) এবং নাজিয়া হোসেন (উদ্ভিদ বিজ্ঞান)। এছাড়া, কল্যাণ বৃত্তি পেয়েছেন ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ছাত্রী আফরিন আক্তার রিতু।

চীনা নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌথ অপেরা প্রদর্শনী



চীনা নববর্ষ ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ২২ জানুয়ারি ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাটমন্ডলে যৌথ অপেরা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই নাট্য প্রদর্শনীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী এবং চীনের ‘ঝেজিয়াং উ অপেরা রিসার্চ সেন্টার’-এর শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ এবং চীনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই নাট্যকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপার্সন কাজী তামান্না হক সিগমা’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারি মি. বুইয়ং বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসময় বিভাগীয় শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং চীনা দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান চীনা

নববর্ষ উপলক্ষ্যে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক বিরাজ করছে। শিক্ষা-গবেষণা ও ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উভয় দেশ একযোগে কাজ করছে। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির মাধ্যমে দু’দেশের বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, চীনা নববর্ষ ২০২৫ উপলক্ষ্যে ‘স্প্রিং ফেস্টিভ্যাল’-এ অংশ নিতে চীনের ‘ঝেজিয়াং উ অপেরা রিসার্চ সেন্টার’-এর একটি নাট্যদল ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অপেরা নাটক প্রদর্শন করছে। সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দলটি আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। অনুষ্ঠানে ‘ঝেজিয়াং উ অপেরা রিসার্চ সেন্টার’-এর শিল্পীরা অপেরা সঙ্গীত, অ্যাক্রোবটিক, দলীয় নৃত্য, সর্পনৃত্যসহ নানা ধরনের নান্দনিক পরিবেশনার মাধ্যমে তাদের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরেন। নাট্যিক পরিবেশনার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা দেশজ নাট্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

শিল্পী মিজানুর রহিম এবং শিল্পী ড. রফিকুল আলমকে ‘জয়নুল সন্মাননা’ পদক প্রদান



শিল্পকলায় অনন্য অবদানের জন্য অধ্যাপক শিল্পী মিজানুর রহিম এবং অধ্যাপক শিল্পী ড. রফিকুল আলমকে ‘জয়নুল সন্মাননা ২০২৪’ পদক প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ জয়নুল উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তাঁদের হাতে এই পদক তুলে দেন। অধ্যাপক শিল্পী ড. রফিকুল আলমের পক্ষে পদক গ্রহণ করেন তাঁর স্ত্রী সুফিয়া আক্তার। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শিল্পী ড. রফিকুল আলম একজন বিশিষ্ট শিল্পসমালোচক, গবেষক,

শিল্পকলার ইতিহাসবিদ এবং রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শিল্পী মিজানুর রহিম চারুকশিল্পের একজন স্বনামধন্য শিক্ষক ও গবেষক। চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং শিল্পাচার্য-পুত্র প্রকৌশলী ময়নুল আবেদিন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষদের শিক্ষার্থীদের সংগীত ও নৃত্য *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

অমর একুশে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা

যথাযোগ্য মর্যাদায় সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণভাবে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ‘শহিদ দিবস’ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ উপলক্ষ্যে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে এক প্রস্তুতি সভা গত ২২ জানুয়ারি ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অফিস প্রধানগণ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমিতিসমূহের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রতি আহ্বান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে অমর একুশে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন। সভায়, মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সকল কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানকে সমন্বয়কারী, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম ও ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজাকে যুগ্ম সমন্বয়কারী এবং প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদকে সদস্য-সচিব করে অমর একুশে উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া, এ উপলক্ষ্যে ১৩টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়।